২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১১ নেতার পদত্যাগ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা যুবলীগের ৭১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই কমিটির ১১ নেতা পদত্যাগ করেছেন।

ব্যক্তিগত কারণ ও তাদেরকে না জানিয়ে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে গতকাল সোমবার রাতে যুবলীগের কেন্দ্রীয়

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর তারা পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত পৌর যুবলীগের কোন সদস্য পদত্যাগ করেনি বলে জানা গেছে।

পদত্যাগ পত্রের অনুলিপি জেলা যুবলীগের আহ্বায়ককেও দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পদত্যাগপত্রের কপি সাংবাদিকদের কাছেও সরবরাহ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনের ছেলে অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবিরকে সভাপতি এবং গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭১ সদস্যবিশিষ্ট গাংনী উপজেলা যুবলীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

অন্যদিকে, গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিককে সভাপতি এবং সাবেক যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জ্বলকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী পৌর যুবলীগের ৭১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিও ঘোষণা করা হয়েছে।

উপজেলা কমিটি ঘোষণার পরপরই পদত্যাগ করা নেতাদের মধ্যে রয়েছেন—সহ-সভাপতি আনোয়ার পাশা, মজিরুল ইসলাম, আবুল বাশার ও আব্দুল আলীম; ত্রাণ সম্পাদক সুজন আলী; সমাজকল্যাণ সম্পাদক আশিকুর রহমান আকাশ; ক্রীড়া সম্পাদক সজিবুর রহমান; মাজহারুল ইসলাম; সদস্য আলমগীর হোসেন; সহ-সম্পাদক লিখনউদ্দিন। পদত্যাগকারীদের তালিকায় মোট ১২ জনের নাম রয়েছে। এদিকে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা যুবলীগের উপজেলা ও পৌর কমিটি গঠন এবং ঘোষণার পরপরই একাধিক নেতার পদত্যাগের ঘটনায় স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের ঊর্ধ্বতন নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট হুমায়ূন কবিরের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ করেননি।

গণ অধিকার পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আহ্বায়কের পদত্যাগ

আদর্শিক ও নৈতিক মতপার্থক্যের কারণ দেখিয়ে গণ অধিকার পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন আমর বিন মারুফ (জিতু)। মঙ্গলবার তিনি জেলা কমিটির সভাপতি বরাবর নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন।

পদত্যাগপত্রে আমর বিন মারুফ উল্লেখ করেন, তিনি এতদিন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দলের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। তবে সম্প্রতি দলের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি আর আদর্শিকভাবে ও নৈতিকভাবে একমত হতে পারছেন না।

পদত্যাগপত্রে তিনি আরও বলেন, ‘আমার ব্যক্তিগত নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপস করে এই পদে থেকে দায়িত্ব পালন করা অথবা দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমার পক্ষে আর কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না।’

এমতাবস্থায়, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে গণ অধিকার পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শাখার আহ্বায়ক পদসহ দলের সব স্তরের পদ ও সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে চিঠিতে জানিয়েছেন।

দায়িত্ব পালনকালে যারা তাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে গণ অধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলা শাখার কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নতুন কমিটির তিন নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের নবগঠিত ০৬ সদস্যের কমিটি থেকে তিন জন পদত্যাগ করেছে। কেন্দ্রীয় ঘোষিত এই কমিটির মেয়াদ ২৪ ঘন্টা পার না হতেই তারা নিজস্ব ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতির।

গত ১২মে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং নাসির উদ্দীন নাসির স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে মোঃ ইমরান হোসেন কে সভাপতি এবং শাহরিয়ার রাসেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের ৬সদস্যের আংশিক জেলা কমিটি ঘোষণা করেণ। এতে সিনিয়র সহ সভাপতি ছিলেন মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান।

এই কমিটি ঘোষণা হওয়ার পরের দিন ১৩মে নতুন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার মাহমুদ ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন এর পর পরই নবগঠিত কমিটির সিনিয়র সহসভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান শাহেদ এবং ১৪ মে সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ছাত্রদল ছাড়ার ঘোষণা দেন। তারা ফেসবুকে কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় হতাশা ব্যক্ত করে এই পোস্ট দেন। এতে জেলা ছাত্রদলের অন্য নেতাদের মধ্যেও হতাশার ছাপ দেখা গেছে।

এবিষয়ে নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার রাসেল বলেন, যারা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে পদত্যাগ করেছেন তারা লিখিত ভাবে অফিসিয়ালি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন কিনা আমার জানা নাই, তবে আমরা একসাথেই রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি বড় হয়েছি এখন হয়তো তাদের কাঙ্খিত পদ না পাওয়ায় এমনটি করতে পারে। আমার ক্ষেত্রে হলেও এমনটি হতে পারতো, আশাকরি সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে এবং আবার সবাই একসাথে জননেতা জনাব তারেক রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং দেশ গঠনে কাজ করে যাব।

কীভাবে সংকটে পড়লেন অধ্যাপক ইউনূস?

অন্তর্বর্তী সরকার এক সংকটময় পরিস্থিতিতে উপনীত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পদত্যাগের আলোচনা সামনে আসায় এ সরকারের ভবিষ্যত নিয়েই অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু অধ্যাপক ইউনূসকে কেন পদত্যাগের চিন্তা করতে হচ্ছে, সক্রিয় সব রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনে গঠিত এই সরকারকে কেন এমন সংকটে পড়তে হলো- এসব প্রশ্ন এখন সব মহলে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

এ ঘটনা এমন সময়ে ঘটছে যখন বিএনপি রাজপথে কর্মসূচি রেখেছে এবং এ সরকারের প্রতি তাদের সমর্থন আর অব্যাহত না রাখার ইঙ্গিতও দিচ্ছে।

অন্যদিকে, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গত বুধবার বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়ে এক বৈঠকে নির্বাচন, রাখাইনের জন্য মানবিক করিডর প্রসঙ্গ এবং মব বা দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির বিষয়সহ সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। যা সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশ হয়েছে।

এমন এক পটভূমিতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস গতকাল বৃহস্পতিবার অন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে তার পদত্যাগের ভাবনার কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে নানা পক্ষের প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতায় তার সরকার কাজ করতে পারছে না বলে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অধ্যাপক ইউনূসের এমন ভাবনার কথা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নাহিদ ইসলামের মাধ্যমেই প্রধান উপদেষ্টার এই ভাবনার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলো পরিস্থিতিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করছে।

বিএনপি বলছে, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ও তিনজন উপদেষ্টার পদত্যাগের তাদের দাবি এড়াতে প্রধান উপদেষ্টার

পদত্যাগের ভাবনার কথা সামনে আনা হয়েছে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একজন নেতা বলেন, ‘দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে আবেগ সৃষ্টি করার কিছু নেই।’

বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের নেতারা এ-ও বলছেন, সরকারের দূর্বলতার কারণে পরিস্থিতি সামলাতে যখন ব্যর্থতার প্রশ্ন আসছে, তখন পদত্যাগের এই ভাবনার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি এক ধরনের হুমকি বা সতর্কতা বলে তারা মনে করছেন। এখন অন্তর্বর্তী সরকারের এই সংকট সামলাতে জামায়াতে ইসলামী সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরামর্শও দিয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পক্ষ আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য এখনো দেওয়া হয়নি।

কেন সংকটে সরকার

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের শাসনের পতনের পর অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত এই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি সেই আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্ব, বিএনপি ও জামায়াতসহ সব দল এবং সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান সর্বাত্নক সমর্থন দিয়েছিল। এতবড় সমর্থন পাওয়ার পরও সেই সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ কেন আসছে, এমন প্রশ্ন তুলছেন রাজনীতিক ও বিশ্লেষকেরা।

তারা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্র নেতৃত্বের প্রতি অধ্যাপক ইউনূসের দুর্বলতা রয়েছে; যা তিনি নিজে বিভিন্ন সময় প্রকাশও করেছেন। সেই ছাত্র নেতৃত্ব যখন রাজনৈতিক দল এনসিপি গঠন করল, এই দলের প্রতিও তার পক্ষপাতিত্ব রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। যা বিএনপিকে ক্ষুব্ধ করেছে।

যদিও উপদেষ্টা পরিষদে থাকা ছাত্র প্রতিনিধিদের একজন পদত্যাগ করে দলটির হাল ধরেছেন। কিন্তু আরো দুজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা পদে রয়ে গেছেন। তাদের পদত্যাগের দাবিতে এখন রাজপথে কর্মসূচি রেখেছে বিএনপি।

সরকারের গত ৯ মাসে প্রথম দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরে এনসিপির ব্যানারে বিভিন্ন ইস্যু তুলে রাজপথে অবস্থানসহ নানা কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে।

সর্বশেষ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভনের সামনেও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে।

বিএনপিসহ দলগুলোর অবস্থান কী

দলগুলোর পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে মনে হচ্ছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগের ভাবনাকে তার আবেগের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করছে বিএনপি।

দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় আবেগ সৃষ্টি করার কিছু নেই। তারা মনে করছেন, যখন সুনির্দিষ্ট রোড দাবি করা হচ্ছে, তখন এ ধরনের আবেগের কথা বলা হচ্ছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার উপদেষ্টাদের সঙ্গে অনির্ধারিত বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা তার পদত্যাগের ভাবনার কথা বলতে গিয়ে গত সপ্তাহে বিএনপির রাজপথের কর্মসূচি নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন বলে একজন উপদেষ্টা জানান।

তবে বিএনপি নেতারা বলছেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র হিসাবে বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন আদালতের রায় পেয়েছেন। এরপরও তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছেও না। সে কারণে তারা আন্দোলনে নেমেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ দাবি মানার ক্ষেত্রে আইনী জটিলতার কথা বলা হচ্ছে।

বিএনপি অবশ্য উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ আলম, এই দুই ছাত্র প্রতিনিধির পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে।

ইশরাক হোসেনকে মেয়র ঘোষণার দাবির সঙ্গে অন্যান্য দাবি যুক্ত করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন, এনসিপি বিভিন্ন সময় রাস্তায় অবস্থান নিয়ে চাপের মুখে দাবি আদায়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে। সেখানে বিএনপির যৌক্তিক দাবি মানা হচ্ছে না। এনসিপির নেতারা এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

তবে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, দুজন ছাত্র প্রতিনিধি সরকারে থেকে যেসব কর্মকাণ্ড করছেন, তার দায় এখন সরকারকেই বহন করতে হবে। এছাড়া নির্বাচনসহ বিএনপির সব দাবি যৌক্তিক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব দাবি এড়িয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে

জামায়াত ও এনসিপিসহ বিভিন্ন দলগুলোর ভেতরেও নানা আলোচনা রয়েছে।

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে সংকট উত্তরণে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে দলগুলোকে বেশ সতর্ক মনে হয়েছে। নেতারা বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরলেও দলগুলো দলগতভাবে কোনো বক্তব্য এখনো দেয়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, অধ্যাপক ইউনূস চলে যেতে পারেন অথবা দলগুলোসহ অংশীজনদের আস্থায় এনে নির্বাচনের দিকে যেতে পারেন, এই দুটি পথ খোলা রয়েছে।

লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সরকার এখন নির্বাচনমুখী হলে বিএনপিসহ দলগুলো আবারও সহযোগিতা বাড়াবে এবং সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

ঝিনাইদহে অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ, পদত্যাগে বাধ্য করলেন শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শোয়াইব নগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদাকে তার অফিস কক্ষে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রেখে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

জানা যায়, গত ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার মাদরাসার কম্পিটার ল্যাবটি ভাড়া দেওয়া হয়। ওই সময় ল্যাবে ভাড়া নেওয়া প্রশিক্ষনার্থীরা নাচ-গান করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসায় নাচ-গানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে।

পরে রবিবার সকালে মাদরাসা খোলা হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করে। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রেখে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তখন কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে অফিস কক্ষের দরজা খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরে বাধ্য হয়ে দুপুর ২টার দিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লেখা পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করার পর নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, একজন অধ্যক্ষকে এভাবে জোরপূর্বক পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নেওয়া কাম্য নয়। আমি শিক্ষার্থীসহ ওই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদেও আমার কার্যালয়ে ডেকেছি। আশা করি এর একটা সুরহা করতে পারবো।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ বাসীর কাছে দোয়া চেয়ে আওয়ামী লীগ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আশরাফ নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি আর কোন দিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখবেন না বলেও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার অসুস্থতার কারণে সকলের কাছে দোয়াও চেয়েছেন।

তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি এক জন হার্টের রোগী। আমার কিছুদিন আগের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে এখন আমি খুবই অসুস্থ। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায়, স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম। এখন থেকে

আওয়ামী লীগের দলের সাথে আমার আর কোন সংযোগ নেই। আমি সংগঠন থেকে চিরতরে অব্যাহতি নিলাম। রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিলাম। আমি আর রাজনীতির সাথেই যাব না। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আর যে কয়দিন বেঁচে আছি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। আমি অসুস্থ মানুষ, যেন ভালো থাকতে পারি।

উল্লেখ্য, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঝিনাইদহের সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে মানববন্ধন পালন করেন।

মানববন্ধনে অংগ্রহণকারী বলেন, তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নামক ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। কলেজটি জাতীয়করণ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয় তার নিজের নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়মের প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার ভাটই বাজার এলাকায় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের পাশেই কলেজটির অবস্থান। অধ্যক্ষ মামুনুর রহমান প্রায়ই কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি তার ইচ্ছামত উপস্থিত হয়ে বিগত দিনের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করেন।

বিগত দিনে ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় তিনি শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারিদের দীর্ঘদিন জিম্মি করে রাখায় এতো অনিয়মের পরেও ভয়ে

ডেটে সোনালী খবর পত্রিকা টেম্পারিং করে ৮ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০১৫ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের কোন সার্কুলার না থাকলেও তিনি ওই পত্রিকার টেম্পারিং করে ১১ জন শিক্ষক ও তৃতীয় শ্রেণির ৭ জনকে নিয়োগ দেন। যা মূল পত্রিকার সাথে কোন মিল নেই।

দৈনিক সোনালী খবর পত্রিকার ভুয়া সার্কুলার দেখিয়ে একজন কম্পিউটার অপারেটর একজন স্টোরকিপার একজন এমএলএসএস নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার কোন সার্কুলারই নেই ঐ পত্রিকায়। এভাবে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যম ২ থেকে ৩ কোটি টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও এলাকাবাসী। এবিষয়ে সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজে অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমান মুঠো ফোনে(০১৭১৮৬০৭৬৬২) একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি।

পদত্যাগ করল আউয়াল কমিশন

পদত্যাগ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ পাঁচ কমিশনার। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল কমিশন পদত্যাগ করেন।

কমিশনের অন্য চার সদস্য হলেন-অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রাশেদা সুলতানা, অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সচিব মো. আলমগীর ও আনিছুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলন শেষে ইসি সদস্যরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলেও জানা গেছে।

২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশের ১৩ তম সিইসি হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক আমলা কাজী হাবিবুল আউয়াল। এই কমিশনের অধীনে গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হয়। এছাড়া এই কমিশনের অধীনে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন ও উপ নির্বাচন হয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

পদত্যাগ করেছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে পদত্যাগ করেছেন। শনিবার (১০ আগস্ট) দুপুরে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এ তথ্য জানিয়েছেন।

আইন উপদেষ্টা ফেসবুক লাইভে এসে বলেন, আমাদের প্রধান বিচারপতি কিছুক্ষণ আগে পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগপত্র আইন মন্ত্রণালয়ে এসে পৌঁছেছে। এটা উপযুক্ত প্রসেসিংয়ের জন্য কালবিলম্ব না করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেবো এবং আমরা আশা করবো, খুব দ্রুত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আমরা কেবল প্রধান বিচারপতির পদত্যাগপত্র পেয়েছি, অন্যদের বিষয়ে কোনও আপডেট নেই।

আজ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের সব বিচারপতির অংশগ্রহণে ফুলকোর্ট সভা ডেকেছিলেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান। পরে তা স্থগিত ঘোষণা করেছেন তিনি।

এই ফুলকোর্ট সভা ডাকাকে ‘জুডিশিয়ারি ক্যু’ সন্দেহ করে হাইকোর্ট ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। পরে মিছিল নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ।
সকাল ১১টার দিকে হাইকোর্ট চত্বরে তিনি বলেন, পদত্যাগ না করলে আমরা প্রধান বিচারপতিসহ দলবাজ বিচারপতিদের বাসভবন ঘেরাও করে পদত্যাগে বাধ্য করবো।

তবে পদত্যাগের খবর জানিয়ে নতুন সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা সবাই শান্ত থাকবেন। দেশের সম্পদ নষ্ট করবেন না।

এর আগে প্রধান বিচারপতি গনমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তিনি সন্ধ্যার মধ্যে নিয়ম অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন। অন্যান্য বিচারপতিরা কী করবেন, প্রশ্ন করলে তাদের বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি প্রধান বিচারপতি।
সূত্র: ইত্তেফাক

দুপুর ১ টার মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের দুপুর ১টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ শনিবার (১০ আগস্ট) সকাল ১১টায় হাইকোর্ট চত্বরে সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এ আল্টিমেটাম দেন।

সকাল সাড়ে ১০টার পর হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকে পড়েন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এর আগে, হাইকোট ঘেরাও কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম থেকে এক বার্তায় এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সবাই দ্রুত ১০টার মধ্যে কার্জন হলের গেটে আসুন, হাইকোর্ট ঘেরাও করা হবে। ফ্যাসিবাদের মদদপুষ্ট ও নানা অপকর্মে জড়িত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করে ফুল কোর্ট মিটিং ডেকেছেন। পরাজিত শক্তির যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। আইনজীবীরা ইতোমধ্যেই এর প্রতিবাদে জড়ো হয়েছেন। আমরা আগেই প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম। ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে উসকানি দিলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে

হবে। অবিলম্বে বিনা শর্তে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করুন এবং ফুল কোর্ট মিটিং বন্ধ করুন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা দেখেছি শত শহীদের রক্তে কেনা স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য অপশক্তি, পরাজিত শক্তি চেষ্টা করছে। আমরা তাদের প্রতিহত করব, প্রতিরোধ করব। এজন্য সবাই রাজপথে নেমে আসুন।

সূত্র: ইত্তেফাক